লুণ্ঠনমূলক ব্যয় প্রতিরোধে ক্যাবের ২৫ দফা গ্যাসখাত সংস্কার প্রস্তাব ঃ

(১) যেহেতু যে-গ্যাস ১ টাকায় পাওয়া সম্ভব, সে-গ্যাসের চাহিদা মেটাতে স্পট মার্কেট থেকে ৮৩ টাকা মূল্যহারে আমদানিকৃত এলএনজির কারণে উদ্ভূত রাজস্ব ঘাটতি ভোক্তা পর্যায়ের গ্যাসের মূল্যহারে সমন্বয়ে ভোক্তাদের আপত্তি রয়েছে, এবং যেহেতু অন্যায়, অযৌক্তিক ও লুণ্ঠনমূলক ব্যয়বৃদ্ধিতে মূল্যবৃদ্ধি, সেহেতু মূল্যবৃদ্ধি ব্যতিত গ্যাস সরবরাহের নানা পর্যায়ের অযৌক্তিক ব্যয়বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং ট্যাক্স-ভ্যাট ও মুনাফা ন্যায্য ও যৌক্তিক হতে হবে।

(২) অন্যায়, অযৌক্তিক ও লুণ্ঠনমূলক ব্যয় কমিয়ে এবং লাইসেন্সীদের মুনাফা, জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের অর্থ দ্বারা ঘাটতি সমন্বয় করে ভর্তুকি ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ কৌশল গৃহীত হতে হবে।

(৩) গ্যাস চুরি/তসরূপ প্রতিরোধের লক্ষ্যে কেবলমাত্র আবাসিক গ্রাহকদের চুলায় মাসিক ৭৭ ঘনমিটারের পরিবর্তে ৪০ ঘনমিটার গ্যাস ব্যবহার ধরে চুলা প্রতি গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ হতে হবে।

(৪) মিটারবিহীন চুলায় যে পরিমান গ্যাস চুরি/তসরূপ হয়, সে-পরিমান গ্যাস সমন্বয় করা হলে তিতাসসহ সকল বিতরণ লাইসেন্সী সিস্টেম গেইনে থাকে। ফলে সিস্টেমলস সুবিধা রহিত করে এবং মুনাফা মার্জিন নিয়ন্ত্রণের দ্বারা গ্যাস চুরি ও অবৈধ সংযোগ প্রতিরোধের কৌশর গৃহীত হতে হবে।

(৫) পরিশোধিত মূলধনের ওপর লাইসেন্সী ভেদে মুনাফার মার্জিন নির্ধারণ পারফর্মেন্সভিত্তিক হতে হবে।

(৬) বিইআরসির আদেশ প্রতিপালনে ছাড় দিয়ে গ্যাস তসরুপ ও অবৈধ সংযোগের সুযোগ বজায় রাখার দায়ে তিতাসসহ অভিযুক্ত লাইসেন্সীদের শুধুমাত্র কস্ট বেসিসে পরিচালিত হতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিইআরসি আইনের ৪৩ ও ৪৬ ধারা মতে ব্যবস্থা গৃহীত হতে হবে।

(৭) সঞ্চালনসহ সকল লাইসেন্সীর অন্যায় ও অযৌক্তিক ব্যয়বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের মুনাফার মার্জিন স্থগিত রেখে ব্রেক-ইভেনে পরিচালনার কৌশল গৃহীত হতে হবে।

(৮) সঞ্চালন ও বিতরণ ক্ষমতা যে অনুপাতে ব্যবহার হবে, সে অনুপাতে অবচয় ব্যয় রাজস্ব চাহিদায় সমন্বয় করে সঞ্চালন ও বিতরণ চার্জ নির্ধারিত হতে হবে।

(৯) মিটারযুক্ত গ্রাহকদের মিটার ভাড়া আলাদাভাবে আদায়ের পরিবর্তে গ্যাস বিতরণ লাইসেন্সীদের স্ব-স্ব রাজস্ব চাহিদায় সমন্বয় করে বিতরণ চার্জ নির্ধারিত হতে হবে।

(১০) পেট্রোবাংলা ও জ্বালানি বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে বিইআরসির নিয়ন্ত্রণে পক্ষগণ প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি দ্বারা 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' পরিচালিত হতে হবে। উক্ত তহবিলের অর্থ বিইআরসির কর্তৃত্বে এসওসির গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন প্রকল্পসমূহে বিইআরসি অনুমোদিত ৫ বছর মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী সরাসরি ভোক্তা পক্ষের 'ইকুইটি বিনিয়োগ' হতে হবে।

(১১) বিইআরসি অনুমোদিত কৌশলগত পরিকল্পনা ব্যতীত অর্থাৎ বিইআরসির আদেশ ও আইন লংঘন করে এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' এর অর্থ ব্যয়ের দায়ে পেট্রোবাংলা ও জ্বালানি বিভাগের বিরুদ্ধে বিইআরসি আইনের ৪২, ৪৩ এবং ৪৬ ধারা মতে ব্যবস্থা গ্রহীত হতে হবে।

(১২) গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে পেট্রোবাংলা ও জ্বালানি বিভাগ উভয়ের বিরুদ্ধেই আনীত অদক্ষতা ও ব্যর্থতার অভিযোগ নিয়মিত তদন্তের জন্য ভোক্তা পক্ষের প্রতিনিধি সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হতে হবে।

(১৩) রি-গ্যাসিফিকেশন চার্জ, পেট্রোবাংলার চার্জ এবং বিইআরসির চার্জ (লাইসেন্সিদের নিকট থেকে গৃহীত ফিসসমূহ) শুনানীর ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে হবে।

(১৪) রি-গ্যাসিফিকেশন চার্জ নির্ধারণে ঋণ বা বিনিয়োগকৃত মূলধনের ওপর মুনাফা এবং অবচয় আদর্শিক মানদন্ডে নির্ধারিত হতে হবে।

(১৫) এলএনজি ক্রয়ে বিনিয়োগ ও ভতুর্কি, সঞ্চালন ও বিতরণ অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ এবং জ্বালানি খাতে সুশাসন উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজস্ব চাহিদা বহির্ভূত উদ্বৃত্ত রাজস্ব ও ভোক্তা অনুদানে 'জ্বালানি মূল্য স্থিতি তহবিল' গঠিত হতে হবে। পুঞ্জিভূত উদ্বৃত্ত রাজস্ব ও মুনাফা লাইসেন্সিদের নিকট থেকে সংগ্রহ করে

উক্ত তহবিলে গৃহীত হতে হবে। সেই সাথে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল বিলুপ্ত করে উক্ত তহবিলের সাথে একীভূত হতে হবে।

(১৬) সরকারের প্রাপ্য লভ্যাংশের ৫০% উক্ত তহবিলে রাখতে হতে হবে। তহবিলের অর্থ বিনিয়োগকৃত মূলধন হিসেবে এলএনজি ক্রয়, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন এবং সঞ্চালন ও বিতরণ ক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিইআরসি অনুমোদিত প্রকল্পসমূহে 'ইকুইটি বিনিয়োগ' হতে হবে।

(১৭) মূল্যহার বৃদ্ধি ব্যতিত গ্যাস সরবরাহের সকল পর্যায়ের ট্যাক্স-ভ্যাট, লাইসেন্সি/ইউটিলিটিদের মুনাফা এবং অযৌক্তিক তথা লুণ্ঠনমূলক ব্যয় কমিয়ে ভর্তুকি কমানোর কৌশল গৃহীত হবে। পক্ষগণ প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কমিটি দ্বারা সে-কৌশল প্রণীত হতে হবে।

(১৮) গ্যাস চুরি ও পরিমাপে কারচুপি এবং অস্বাভাবিক ব্যয়ে চাহিদার অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের মাধ্যমে ভোক্তাদের নিকট থেকে অর্থ লুণ্ঠন হচ্ছে। তার জন্য পেট্রোবাংলাসহ গ্যাস সরবরাহে নিয়োজিত সকল ইউটিলিটি ও সংস্থার স্ব-স্ব পরিচালনা বোর্ড অভিযুক্ত। বোর্ডের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিষ্পিত্তিতে বোর্ডের চেয়ারম্যানের জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(১৯) গ্যাস খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য পক্ষগণ প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন গঠিত হতে হবে।

(২০) ইতোপূর্বে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির আদেশসমূহে প্রদত্ত বিইআরসির আদেশাবলী প্রতিপালন না করা এবং গ্যাসখাত বিপর্যস্ত করার দায়ে দায়ী সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সিদের বিরুদ্ধে বিইআরসি আইনের ৪৩ ও ৪৬ ধারা মতে ব্যবস্থা গৃহীত হতে হবে। আনীত অভিযোগ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত লাইসেন্সিদের মুনাফা সম্পূর্ণ অথবা আংশিক স্থগিত হতে হবে ।

(২১) তাছাড়া বিইআরসি আইন লংঘন এবং উক্ত আইন মতে প্রাপ্ত দায়িত্ব পালনে নিষ্ক্রীয়তা- বিইআরসি'র বিরুদ্ধে এমন সব অভিযোগ (গবেষনা তহবিল গঠন, পেট্রোবাংলা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণে সুপারিশ প্রণয়নে স্বার্থসংঘাতযুক্ত পক্ষগণ প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি গঠন ইত্যাদি) নিষ্পিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(২২) বিতরণে অবৈধ গ্যাস সংযোগ এবং সংযোগকারীদের সনাক্ত করার কাজে সিআইডি, ডিজিএফআই ও এনএসআইকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

(২৩) শুরু থেকে হাল নাগাদ লাইসেন্সীদের শেয়ার হোল্ডারদের নামের তালিকা এবং বছরভিত্তিক তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্ত লভ্যাংশ ওয়েবসাইটে প্রকাশ হতে হবে।

(২৪) গ্যাস বিতরণ ও বন্টনে বিস্ফরণ/দূর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে ডাবলিউপিপিএফ ও লাইসেন্সীদের নীট মুনাফা হতে বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত অর্থে একটি 'ক্ষতিপূরণ তহবিল' গঠিত হতে হবে।

(২৫) গ্যাস সেবাকে স্বার্থসংঘাত মুক্তকরণে লাইসেন্সিদের পরিচালনা বোর্ডসমূহকে আমলামুক্ত হতে হবে।